ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে ভক্তদের সম্বন্ধে মহাবাক্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনীয়া ঢঙ দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনী সেজে-গুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্তনী দাঁড়াইয়া, হাতে রঙ্গিন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢঙ করিয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে 'আসুন'! আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ অনন্ত ও বাউটি ইতাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

অভিনয়দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন, "ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে) -- তোর বাবাকে এ-সব কথা বলিসনি। যাও একটু (আমার প্রতি) টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।

[*আহ্নিক জপ ও গঙ্গাস্নানের সময় কথা*]

(ভক্তদের প্রতি) "অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই, -- তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইশারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উহুঁ -- এই সব করে। (হাস্য)

"আবার কেউ মালাজপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয় তো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় -- ওই মাছটা! যত হিসাব সেই সময়ে! (সকলের হাস্য)

"কেউ হয়তো গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবানচিন্তা করবে, গল্প করতে বসে গেল! যত রাজ্যের গল্প! 'তোর ছেলের বিয়ে হল, কি গয়না দিলে?' 'অমুকের বড় ব্যামো', 'অমুক শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে কি না', 'অমুক কনে দেখতে গিছলো, তা দেওয়া-থোওয়া সাধ-আহ্লাদ খুব করবে', 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটা, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না', 'এতো দিন আসতে পারিনি মা -- অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।'

"দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নানে এসেছে! যত সংসারের কথা!"

ঠাকুর ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলেন! শুদ্ধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন?

ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধিচিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খুশি হইতেছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাতজোড় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

কিয়ৎপরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুরের বায়ু স্থির হিয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্রমে

বহির্জগতে মন আসিতেছে। ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু বলিতেছেন। (ছোট নরেনের প্রতি) "তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক-একবার। -- আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস? -- জ্ঞান না ভক্তি?"

ছোট নরেন -- শুধু ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- না জানলে ভক্তি কাকে করবি? (মাস্টারকে দেখাইয়া সহাস্যে) এঁকে যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি? (মাস্টারের প্রতি) -- তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে -- 'শুধু ভক্তি চাই' এর অবশ্য মানে আছে।

"আপনা-আপনি ভক্তি আসা সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি -- বিচার করা ভক্তি।

(ছোট নরেনর প্রতি) -- "দেখি, তোর শরীর দেখি, জামা খোল দেখি। বেশ বুকের আয়তন; -- তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস।"

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ। অন্য অন্য ভক্তদের সস্নেহে এক-একজনকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন।

(পল্টুর প্রতি) -- "তোরও হবে। তবে একটু দেরিতে হবে।

(বাবুরামের প্রতি) -- "তোকে টানছি না কেন? শেষে কি একটা হাঙ্গামা হবে!

(মোহিনীমোহনের প্রতি) -- "তুমি তো আছই! -- একটু বাকী আছে, সেটুকু গেলে কর্মকাজ সংসার কিছু থাকে না। -- সব যাওয়া কি ভাল।"

এই বলিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে সস্নেহে তাকাইয়া রহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সমস্ত ভাব দেখিতেছেন! মোহিনীমোহন কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য সব যাওয়াই ভাল? কিয়ৎপরে ঠাকুর আবার বলিতেছেন -- ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন, তা না হলে ভাগবত কে শুনাবে। -- রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য সংসারে রেখেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণ যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

[*জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ -- ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা ও 'জীবন্মুক্ত'*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (যুবকের প্রতি) -- তুমি জ্ঞানচর্চা ছাড়ো -- ভক্তি নাও -- ভক্তিই সার! -- আজ তোমার কি তিনদিন হল?

ব্রাহ্মণ যুবক (হাতজোড় করিয়া) -- আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- বিশ্বাস করো -- নির্ভর করো -- তাহলে নিজের কিছু করতে হবে না! মা-কালী সব করবেন!

"জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অনদর মহলে যায়। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত; বিদ্যা, অবিদ্যা তাঁর ভিতর দুইই আছে, তিনি নির্লিপ্ত। বায়ুতে কখনও সুগন্ধ কখনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্যাসদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন, গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তারাও পারে যাবে -- দধি, দুধ, ননী বিক্রী করতে যাচ্ছে, কিন্তু নৌকা ছিল না কেমন করে পারে যাবেন -- সকলে ভাবছেন।

"এমন সময়ে ব্যাসদেব বললেন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। তখন গোপীরা তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগলেন। ব্যাসদেবের প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেললেন!

"তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন করে বললেন -- 'যমুনে! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তাহলে তোমার জল দুইভাগ হবে আর মাঝে রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাব।' ঠিক তাই হল! যমুনা দুইভাগ হয়ে গেলেন, মাঝে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা সকলে পার হয়ে গেলেন!

"আমি 'খাই নাই' তার মানে এই যে আমি সেই শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত -- প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। জন্মমৃত্যু নাই, -- অজর অমর সুমেরুবৎ!

"যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত! সে ঠিক বুঝতে পারে যে, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না! দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হয়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়নড় করে। তেমনি বিষয়বুদ্ধিরূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারি বা বাদাম ছাল থেকে তফাত করা যায় না।

"কিন্তু পাকা অবস্থায় সুপারি বা বাদাম আলাদা -- ও ছাল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়।

"কিন্তু সে জ্ঞান বড় কঠিন। বললেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না! কেউ জ্ঞানের ভান করে। (সহাস্য) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিকে বলত -- আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বললে, কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ, সবই যদি মিথ্যা হল সত্য কথাটাই কি ঠিক! মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা!" (সকলের হাস্য)